DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.227

Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 71-72, 2022
July-Sept., Oct.-Dec. 2022

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-10-23
Published: 2022-12-21

ইসলামে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা : একটি পর্যালোচনা

Ideas on Open and Distance Learning in Islam : An Analysis

Muhammad Sayedul Haque*

ABSTACT

Human being is the best creature of Almighty Allah. It was felt that an accurate celestial book was needed to win the satisfaction of Allah while maintaining his superiority. It is a great mercy of Almighty Allah that He revealed the Quran as a book to solve all problems. The first instruction of this book is 'Read'. But He did not make it clear about the method of reading. Based on the instruction of Allah, the Holy Prophet PBUH prepared a group of world-renowned enlightened people by focusing the light of education to the human being through various methods. Subsequently, to make that education easily available to the people, according to the demand of time, various educational methods were developed in different times. One of these methods is formal education and the other is open and distance learning with a combination of formal and non-formal education. Bangladesh Open University is offering education through this method of education in the country. The main point of this article is to discuss this method in the light of the Holy Quran and the Hadith. However, before onsetting the main discussion, the purpose of establishing Bangladesh Open University, its education system, and open and distance learning methods, its aims and objectives and characteristics have briefly been discussed.

Keywords : Bangladesh Open University, Islamic Education System, Open Learning, Distance Learning.

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। কীভাবে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে সেজন্য একটি নির্ভুল আসমানী গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। মহান আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক সকল সমস্যার সমাধানের আকর গ্রন্থ হিসেবে কুরআন মাজীদ নাযিল করেন। এ মহাগ্রন্থের প্রথম নির্দেশ 'পড়ো'। কিন্তু সেই 'পড়া'র পদ্ধতি কী হবে– তা তিনি বলেননি। মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশকে সামনে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবজাতির নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়ে একদল বিশ্বখ্যাত আলোকিত মানুষ তৈরি করেন। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষাকে যুগের চাহিদার আলোকে মানুষের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব পদ্ধতির অন্যতম হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বিত উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ পদ্ধতির শিক্ষা এ দেশে অফার করছে। এ পদ্ধতির শিক্ষার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কী নির্দেশনা রয়েছে– তা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, শিক্ষা-প্রণালী, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা, এবং-এ শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, উন্মুক্ত শিক্ষা, দূরশিক্ষা।

* Dr. Muhammad Sayedul Haque is a Professor, (Islamic Studies), School of Social Sciences, Humenites and Languages, Bangladesh Open University, Gazipur. Email: saydulbou1998@gmail.com

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে 'জ্ঞান'। এর সাহায্যে মানুষ তার মহান স্রষ্টাকে চিনতে পারে এবং জানতে পারে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যও। এই জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রথাগত পদ্ধতি এবং অপরটি হলো উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতি অথবা উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি। মহান আল্লাহ যেহেতু জ্ঞান অর্জন ফরয করেছেন, সুতরাং তা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকবে এটাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান বিশ্বে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার পদ্ধতি কর্মজীবী নারী ও পুরুষের জ্ঞান অর্জনের দ্বার অবারিত করেছে। শিক্ষার মূল উৎস মহান আল্লাহ এবং মহানবী ﷺ- ও নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'শিক্ষক' হিসেবে। সুতরাং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির সাথে কুরআন ও হাদীসের সম্পর্ক কীরূপ এবং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতি কেমন, তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা এবং কুরআন-হাদীসের সাথে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আলোচনা করা।

যৌক্তিকতা ঃ বাংলাদেশের একমাত্র উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কুরআনের প্রথম বাণী 'পড়ো'। সুতরাং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ইসলাম প্রদর্শিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পর্যালোচনার যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ প্রবন্ধটি কুরআন, হাদীস ও বাংলাদেশ গেজেট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক বর্ণনা ও পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে প্রণীত হয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি

A university with an open-door academic policy might require minimal or no entry requirements. Open Universities adhere to certain teaching methods which might be distance learning or open supported learning or both. Nonetheless not all open universities focus on distance education, nor do distance education universities necessarily have open admission tactics. The primary goal of an Open University is to give everybody equal opportunities to raise their education level and develop their competencies. Also, it helps students who spend most of their time in full time jobs.

Although a major part of education system consists of full-time education, there is a large number of people who are unable to pursue it. Some might not be able to afford while some might have some other reasons or obligations to maintain. To such people open universities serve greatly (ICA, 2022).

'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যা সবার জন্য উন্মুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমৃদ্ধ। এর জন্য ন্যূনতম অথবা অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতার প্রয়োজন নাও হতে পারে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কতিপয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি মেনে চলে, যা দূরশিক্ষণ অথবা উন্মুক্ত অথবা উভয়টি হতে পারে। তবুও সকল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে না। এমনকি দূরশিক্ষণ সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও গুরুত্বের সাথে উন্মুক্ত ভর্তির নিয়ম অনুসরণ করে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ হচ্ছে, সবাইকে তাদের শিক্ষা ও যোগ্যতা বিকশিত করার জন্য সমান সুযোগ অবারিত করে দেয়া। আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সকল শিক্ষার্থী পূর্ণকালীন চাকুরী করে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

যদিও শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান অংশ পূর্ণকালীন শিক্ষা নিয়ে গঠিত, তবুও এমন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা এটি অর্জনে সক্ষমতা রাখেন না। কেউ কেউ শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম না হলেও অন্যদের এটি অর্জন করার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই সকল শিক্ষার্থীর জন্যই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিরাট সেবা দিয়ে যাচ্ছে' (ICA, 2022)।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ৬৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা প্রোগ্রাম অফার করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১.৬ মিলিয়ন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, প্রধান কার্যালয়, দেশ এবং যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা জানা গেছে সেগুলোর বিবরণ সারণী আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

Title	Country	Delivery format	Student enrollment
Al-Quds Open University	Occupied Palestinian Territories	Print/Online	56000
Allama Iqbal Open University	Pakistan	Print/Online	1,20,000
Anadolu Universitesi Yunus Emre	Turkey	Print/Online	2,724,650
Arab Open University	Kuwait	Print/Online	28460
Asia eUniversity (AeU) Online	Malaysia	Online	29,000
Athabasca University	Canada	Print/Online	40,000
Bangladesh Open University	Bangladesh	Print/Online	6,00,000
Beijing Open University	China Print/Online	Print/Online	----------
Botswana Open University	Botswana	Print/Online	----------
Centre national d'enseignement à distance	France	Print/Online	239,500
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University	India	Print/Online	60,000
Fern Universitat in Hagen	Germany	Print/Online	73,590
Global Open University	India	Online	----------
Hanoi Open University	Vietnam	Print/Online	----------
Hellenic Open University	Greece	Online	30,000
Ho Chi Minh City Open University	Vietnam	Print/Online	60,000
Indira Gandhi National Open University	India	Print/Online	4,000,000
Interamerican Open University	Argentina	Print/Online	22,000

Title	Country	Delivery format	Student enrollment
International Telematic, University Uninettuno	Italy	Online	----------
Jiangsu Open University	China	Print/Online	----------
Karnataka State Open University	India	Print/Online	
Korea National Open University	South Korea	Print/Online	2,682,118
Krishna Kanta Handiqui State Open University	India	Print/Online	----------
Madhya Pradesh Bhoj Open, University	India	Print/Online	----------
Nalanda Open University	India	Online	----------
National Open University of Nigeria	Nigeria	Print/Online	----------
National Open University of Taipei	Taiwan	Online	11,464
Netaji Subhas Open University	India	Print/Online	2,500,000
Open Orthodox University	United States	Print/Online	----------
Open Polytechnic of New Zealand	New Zealand	Print/Online	31,000
Open Universiteit	----------	Online	14006
Open University	United Kingdom	Online	173,927
Open University Malaysia	Malaysia		----------
Open University of Catalonia, Online	Spain	Online	54,059
Open University of China	China	Print/Online	3,590,000
Open University of Cyprus	Cyprus	Print/Online	5,500
Open University of Hong Kong	China	Print/Online	19,000
Open University of Israel	Israel	Online	47,000

Title	Country	Delivery format	Student enrollment
Open University of Japan	Japan	Print/Online	91,978
Open University of Sudan	Sudan	Open University of Sudan Online	22,464
Open University of Tanzania	Tanzania	Print/Online	39,000
Payame Noor University	Iran	Print/Online	940,515
Open University of Sri Lanka	Sri Lanka	Print/Online	----------
Sukhothai Thammathirat Open University	Thailand	Print/Online	----------
Tamil Nadu Open University	India	Print/Online	29,351
Thompson Rivers University, Open Learning	Canada	Print/Online	25,754
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)	Spain	Print/Online	205,000
Universidade Aberta	Portugal	Online	8,590
Université TÉLUQ	Canada	Online	20,000
University of South Africa (UNISA)	South Africa	Print/Online	400,000
University of the City of Manila	Open University Philippines	Print/Online	----------
Yangon University of Distance Education	Myanmar	Online	160,000
Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University	India	Print/Online	3,600,000
Yunnan Open University	China	Print/Online	320,000
Zambian Open University	Zambia	Print/Online	

"http://en.wikipedia.org/w/index.php?=list of open universities&oldid=1104072418"12 August 2022.

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার মাধ্যম (Media in Open Learning)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। নিচে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি প্রদত্ত হলো-

(1) Print Based Media : Text Books,Guides,Manuals and Books, Progammed Learning Meterials, Advance Organiser Meterials, Correspondence Leasons and Modular Open Learning Meterials (OLM).

(2) Educational Radio : Merits and Limitations; Educational Television : Merits and Limitations: Tutored video Tape Instraction,Audio and Video Casstte in Education, Telephone. Computer Assisted Instruction, Interactive Video, Teletext and Videotext, Teleconferencing and Computer Networking (Open Learing System, P.130).

(3) Face to Face : Learners comes to the study centers and receives face to face lecture from instructors.

(১) প্রিন্ট মিডিয়া : পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার্থী নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উন্নত উপকরণ, নথিপত্রভিত্তিক পাঠ এবং উন্মুক্ত শিক্ষা উপকরণ (OLM);

(২) ইলেকট্রনিক মিডিয়া: রেডিও, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা টেলিভিশন, টিউটর ভিত্তিক নির্দেশনা, শিক্ষায় অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেলিফোন, কম্পিউটার ভিত্তিক নির্দেশনা, মিথস্ক্রিয় ভিডিও, টেলিবার্তা ও ভিডিওবার্তা, টেলিকন্‌ফারেন্স এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Open Learing System, P.130).

(৩) সামনাসামনি পাঠদান : শিক্ষার্থীরা স্টাডি সেন্টারে আসবে এবং শিক্ষকদের নিকট থেকে সরাসরি তার বক্তব্য শোনবে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ২১ অক্টোবর,১৯৯২/৬ কার্তিক, ১৩৯৯ কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত আইনটি ২০ অক্টোবর,১৯৯২/৫ কার্তিক, ১৩৯৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে- ১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন এর আলোকে এর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এই আইন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে। এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই বিশ্ববিদ্যায়ের সদর দপ্তর গাজীপুরে অবস্থিত থাকিবে; তবে বিশ্ববিদ্যালয়, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ ও স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। (BOU ACT, 1992, ammended-2009, 8617-8618) ।

এক নজরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আয়তন: ৩৫ একর; প্রতিষ্ঠাকাল: ২১ অক্টোবর,১৯৯২; অবস্থান : বোর্ড বাজার, গাজীপুর; স্কুল সংখ্যা : ৬টি; বিভাগের সংখ্যা : ১১টি; আঞ্চলিক কেন্দ্র : ১২ টি; উপ- আঞ্চলিক কেন্দ্র : ৮০টি; স্টাডি সেন্টার : ১৪৭৮ টি; ফরমাল প্রোগ্রাম : ৪৩টি; নন-ফরমাল প্রোগ্রাম : ১৯ টি। (Student Handbook, বিএ (অনার্স): ৪ বছর মেয়াদী প্রোগ্রাম, ইসলামিক স্টাডিজ, প্রকাশকাল, মার্চ,২০১৯)। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছয় লক্ষাধিক (bou.ac.bd)।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের একমাত্র উন্মুক্ত দূরশিক্ষা পদ্ধতি এবং ফেইস -টু ফেইস পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠার পেছনে কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

'বিশ্ববিদ্যায়ের উদ্দেশ্য হবে যে কোন ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করিয়া দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা' (BOU ACT, 1992, ammended-2009, p. 8617-8618) ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নিকট বিভিন্নভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে-

শিক্ষাদানের বিভিন্ন কার্যক্রম সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং করেসপন্ডেস প্যাকেজ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বেতার অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, পরিদর্শন, প্রদর্শন এবং ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ ও কৃষি জমিতে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ উক্ত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। (২) অনুরূপ শিক্ষাদান কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিগণ সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৩) বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীসমূহ যথাক্রমে রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কার্যের সম্পূরক হিসাবে প্রবিধান দ্বারা ব্যবস্থিত শর্তানুসারে টিউটোরিয়ালের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (BOU ACT, 1992, ammended-2009, p. 8617-8620) ।

উপরোক্ত মাধ্যম ও প্রযুক্তি ছাড়াও প্রিন্ট মাধ্যম, মুখোমুখী শিক্ষা মাধ্যম, রেডিও, অডিও ক্যাসেট, টেলিফোন, টেলিভিশন, ভিডিও, কম্পিউটার, টেলিটেক্স, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার কনফারেন্সিং, টেলিফোন টিউটোরিং এবং অডিও কনফারেনসিং, ভিডিও কনফারেনসিং এবং অন-লাইন যোগাযোগ (Islam, M, Aminul, Unmukto o Durshikhon Tattho o Charcha, 2003, P.99-122) ।

উন্মুক্ত শিক্ষা (Open Learning)

উন্মুক্ত শিক্ষা মানে যে ব্যবস্থায় শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বা বয়সের লোকের জন্য এ শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো বয়সের এবং যে কোনো পেশার লোক এ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে (Editors. CALP. Students Guide, 1997, 1)।

দূরশিক্ষা (Distance Education)

দূরশিক্ষা মানে দূরে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করা। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থেকে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন না। বিশেষভাবে লিখিত বই ও প্রণীত শিক্ষাসামগ্রী যেমন চিঠি-পত্র, পত্রিকা, শিক্ষার্থী নির্দেশিকা, স্টাডি গাইড, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফোন, ফ্রাক্স, অডিও ভিডিও কনফারেন্সিংসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে অবস্থান করেও শিক্ষার্থী প্রয়োজন ও সময় সুযোগের প্রতি লক্ষ রেখে নিজ উদ্যোগে শিক্ষা অর্জন করেন। তাই এ ব্যবস্থাকে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা বলে (Editors. Students Guide, BA/BSS Progme, 2000.)

উন্মুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

(ক) সকল বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ;

(খ) নিজেদের সুবিধাা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণে কেন্দ্র নির্ধারণের সুযোগ;

(গ) খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন পেশায় নিয়োজিত থেকেও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ;

(ঘ) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ;

(ঙ) প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ে প্রোগ্রাম সমাপ্তির সুযোগ;

(চ) 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতির সফল বাস্তবায়ন;

(ছ) শিক্ষার উন্নত ও গুণগত মান সংরক্ষণ (Ibd)।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক যুগের চিন্তার ফসল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে দূরশিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। (Editors.Teachers Guide, SSC Progme, 1995)।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু হয়েছে, যদিও তা বর্তমান সময়ের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি এবং তা ব্যাপকভাবে বিস্তারও লাভ করেনি। মহানবী ﷺ-এর সময় মক্কায় দারুল আরকাম এবং মদীনায় মসজিদে নববীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদানের কথা জানা যায়। তিনি তাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ ছাড়াও তিনি দূরশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বকালের সেরা শিক্ষক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি নিজে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন শিক্ষক হিসেবে। মহানবী ﷺ কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

আলিফ-লাম-রা, আমি এই কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো,তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত (Al-Qurān, 14 : 1)। হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ- ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلاَءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো এক হুজরা থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দুটি সমাবেশ চলছিল। একটি সমাবেশে লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলো এবং অপর সমাবেশে লোকজন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত ছিলো। তখন নবী ﷺ বলেন, সকলেই কল্যাণকর কাজে রত আছে। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করছে। তিনি চাইলে তাদের দান করতেও পারেন আবার চাইলে দান নাও করতে পারেন। অপরদিকে এই সমাবেশের লোকজন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছে। আর আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাদের সমাবেশে বসে পড়েন' (Ibn Mājah 1421H, 229) ।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার লক্ষে মহানবী ﷺ-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। শিক্ষার আলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষে মহানবী ﷺ বিভিন্ন পদ্ধতি চর্চা করেন। তাঁর অনুসৃত শিক্ষাদান কার্যক্রম উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উন্মুক্ত শিক্ষার প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ

(ক) সর্বজনীন শিক্ষা

শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ও অবারিত। সবার কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়াই মূলত উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেসব লোক দূর-দূরান্তে অবস্থান করে,যারা সহসা প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার কারণে শিক্ষা লাভ করার সক্ষমতা রাখে না, তাদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়াই এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স, অডিও-ভিজ্যুয়াল

ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে পড়া-লেখা করা যে সম্ভব, এ ধারণা বেশি দিন আগের নয়। অথচ মহানবী হ. প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে সবার কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে উল্লেখ আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

আমার বাণী লোকদের নিকট পৌঁছে দাও,তা একটি বাক্য হলেও। তোমরা বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারো,তাতে দোষের কিছু নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করবে সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয় (Al-Bukhārī 1421H, 346)।

মহানবী ﷺ শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার কথা বলেছেন কিন্তু তা কীভাবে এবং কা'দের নিকট পৌঁছাতে হবে তা তিনি সুনির্দিষ্ট করে না বলে বিষয়টির ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণ সম্পর্কে আবূ বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِقَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ. قُلْنَا بَلَى . قَالَ أَىُّ شَهْرٍ هَذَا . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ . قُلْنَا بَلَى . قَالَ أَىُّ بَلَدٍ هَذَا . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ . قُلْنَا بَلَى . قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ . أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

নবী ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন : তোমরা কি জানো, এটা কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম তিনি এই দিনের অন্য কোনো নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক ভালো জানেন। তারপর তিনি চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম তিনি এই মাসের অন্য কোনো নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কি যিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক ভালো জানেন। তারপর তিনি চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম তিনি এই শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর যেমন সম্মানীয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের তেমনি সম্মানার্হ এবং

পবিত্র, সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। ওহে! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। তারপর তিনি বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক শ্রোতার চেয়ে বার্তাপ্রাপক অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে। তোমরা একে অপরের ঘাড়ে আঘাত করে আমার পরে কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করো না' (Al-Bukhārī 1421H, 1739) ।

মানুষের নিকট জ্ঞানের কথা পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব অর্পিত ছিলো মহানবী ﷺএর ওপর। তিনি সেই দায়িত্ব পালনে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিম্মাদার ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো। যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (Al-Qurān, 5: 67)।

মহানবী ﷺ তাঁর ওপর নাযিলকৃত জ্ঞানের কথাগুলো উপস্থিত লোকজনের নিকট পৌঁছাতে পেরেছেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার লক্ষে জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের ইতিবাচক সাক্ষ্যদানের পর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন, 'আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বললেন, হাঁ আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন'।

যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে সবার কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেয়ার অপরিহার্যতা বর্ণনা সম্বলিত হাদীস গবেষণা করে ইমাম বুখারী রহ. অনুচ্ছেদ বর্ণনা করেছেন এভাবে-رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 'অনেক শ্রোতার চেয়ে বার্তাপ্রাপক অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে' (Al-Bukhārī 1421H, 1739) ।

(খ) দীনের কথা (শিক্ষা) অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ

মহানবী ﷺ-এর নিকট বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আসতো। তিনি তাদের নিকট দীনের বিষয় শিক্ষাদানের পর তাদের পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের নিকট উক্ত বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ দিতেন। যেমন- আবূ জামরা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِى عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِى حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِى فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ . قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ . فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . قَالَ أَتَدْرُونَ مَا

الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ ' . وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে বসেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর খাটে বসিয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে থাকো, আমি তোমাকে আমার সম্পদের একটি অংশ দিবো। রাবী বলেন,আমি তার সাথে দুই মাস থাকলাম। তারপর তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের একটি প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বলেন, তোমরা কোন গোত্রে অথবা কোন প্রতিনিধি দলের? তারা বললো, রবীয়া গোত্রের। তিনি বলেন, ঐ গোত্রর অথবা প্রতিনিধি দলের প্রতি স্বাগতম,যারা লাঞ্ছিত ও লজ্জিত না হয়েই (আমার নিকট) এসেছে। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিষিদ্ধ মাস (রজব,যিল-কা'দাহ,যিল-হিজ্জাহ ও মুহাররম) ব্যতীত আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আপনার এবং আমাদের মাঝে অবস্থিত এই এলাকায় মুদার গোত্রের কাফিররা বাস করে। তাই আপনি আমাদেরকে স্পষ্ট করে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যা আমরা আমাদের পেছনে রেখে আসা লোকদের অবহিত করতে পারি এবং এর বিনিময়ে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা তাঁর নিকট পানীয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তা হলো এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; সালাত আদায় করা; যাকাত আদায় করা; রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং তোমরা গনীমতের সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করেন। তাহলো সবুজ কলস; শুকনো লাউয়ের খোল; খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরিকৃত পাত্র এবং আলকাতরা দ্বারা পলিশকৃত পাত্র। রাবী বলেন, তিনি কখনো আল-মুকাইয়ার বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা এগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে জানিয়ে দিবে (Al-Bukhārī 1421H,53) ।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে,রবীয়া গোত্রের লোকজন মুদার গোত্রের কাফিরদের প্রতিবন্ধকতার কারণে কেবল চারটি মাস (রজব, যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররম) ছাড়া মহানবী ﷺ-এর নিকট অবাধে যাতায়াত করতে পারতো না এবং তাদের পরিবারভুক্ত নারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিবর্গ দূরের পথ হওয়ার কারণে তাঁর নিকট উপস্থিত হতে পারতো না। এ কারণে তারা মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিন, যাতে আমরা আমাদের পেছনে রেখে আসা লোকজনকে জানাতে পারি এবং তদনুসারে তারা আমল করতে পারে। অতঃপর মহানবী ﷺ তাদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা এগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে জানিয়ে দিবে'।

একদল সাহাবী মহানবী ﷺ-এর নিকট কিছু দিন অবস্থান করে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ পরিবারের নিকট চলে যাওয়ার বিষয়ে অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দেন এবং তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের লোকদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ- আবূ সুলাইমান মালিক ইবনুল হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় যুবক নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে যেতে উদগ্রীব। আমরা কা'দেরকে বাড়িতে রেখে এসেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে তাদের বিষয়ে অবহিত করলাম। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল-হৃদয় ও দয়াবান। তিনি বলেন, তোমরা আপন আপন পরিবারের কাছে চলে যাও, তাদেরকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দাও, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে সালাত আদায় করো। সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে (Al-Bukhārī 1421H, 6008)।

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীস গবেষণা করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন :

تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ.

আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলম (জ্ঞানের কথা) সংরক্ষণ করা এবং তাদের পেছনে থাকা লোকদের তা অবহিত করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান' (Al-Bukhārī 1421H, 508)-এ শিরোনাম থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবারের কেউ শিক্ষার্জন করলে পরিবারের লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। তাই মহানবী ﷺ সবাইকে তাঁর নিকট আসতে বাধ্য করেননি বরং যারা তাঁর নিকট আসতে সক্ষম তাদেরকে তাদের পেছনের লোকদের নিকট উক্ত পাঠ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়,যারা উপস্থিত থাকবে তারা অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবে অথবা তারা তাদের কোর্স শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত বিষয়ে জেনে নিবে। মহান আল্লাহর বাণীতেও এ শিক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়া উচিত নয়। অতএব তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ কেনো যুদ্ধে বের হয় না? যাতে তারা (তাদের পেছনে

থেকে যাওয়া) দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের (অভিযানে যাওয়া অংশ) তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তাদের সতর্ক করতে পারে,তাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করবে (Al-Qurān 9:122)।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ একদল লোককে শিক্ষা অর্জন করে তাদের পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের শিক্ষাদানের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(গ) জীবনব্যাপী শিক্ষা

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, শিক্ষা অর্জনে বয়সের কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। এর ফলে যে কোনো লোক যে কোনো বয়সে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। মহানবী ﷺ-এর দরজা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো। তাঁর নিকট যারা শিক্ষা অর্জনের লক্ষে আসতেন তাদের বয়স বিবেচনায় আনা হতো জানার জন্য যে, কার বয়স বেশি আর কার বয়স কম। মহানবী ﷺ-এর জ্ঞান বিতরণে এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম বুখারী রহ. এর সমর্থনে বলেছেন,

وقد تعلم اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم في كبر سنهم-

নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জন করেছেন (Al-Bukhārī ND, 9)।

মহানবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারা তাদের অক্ষমতার কথা বলে তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। তিনি তাদের বয়সের প্রতি লক্ষ রেখে এবং উপযুক্ততা বিবেচনায় এনে শিক্ষা দিতেন। যেমন বাক্কা প্রতিনিধি দলে একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর নাম মু'আবিয়া ইবনে সূর। তাঁর বয়স ছিলো একশো বছর। তিনি তাঁর ছেলে বাশীরকে সাথে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার পর চলে যান। কাবিসা ইবনুল মুখারিক রা. ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, আমার অস্থিমজ্জা দুর্বল হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আমি আপনার নিকট এসেছি। আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার দ্বারা আমি কল্যাণ সাধন করতে পারি। তখন তিনি বলেন, হে কুবাইসা! যদি তুমি সকালবেলা তিনবার سبحان الله العظيم وبحمده পাঠ করো, তাহলে যে গাছগাছালির পাশ দিয়ে যাবে তারা সবাই তোমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে। আর তুমি অন্ধত্ব, কুষ্ঠ রোগ ও পঙ্গুত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। এ ছাড়া তুমি এ দু'আটি পাঠ করবে-

اللهم اني اسئلك مما عندك واقض علي من فضلك وانشرعلي من رحمتك وانزل علي من بركتك.

হে আল্লাহ! আপনার নিকট যা আছে, আমি তা লাভের প্রার্থনা করছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনার দয়া আমার ওপর ছড়িয়ে দিন এবং আমার প্রতি আপনার পক্ষ থেকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন (Al-Bukhārī 1421H, 53)।

এসব হাদীস প্রমাণ করে মহানবী ﷺ-এর নিকট বয়স্ক সাহাবীগণ আসতেন এবং তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

(ঘ) পেশাগত কাজে নিয়োজিত থেকে শিক্ষা অর্জন

মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত না হয়েও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করতেন। এ ধরনের শিক্ষা উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়ে হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, উমার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِى مِنَ الأَنْصَارِ فِى بَنِى أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهْىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَزَلَ صَاحِبِى الأَنْصَارِىُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَضَرَبَ بَابِى ضَرْبًا شَدِيدًا . فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِىَ تَبْكِى فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَتْ لاَ أَدْرِى . ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ - فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ.

আমি ও আমার এক আনসার প্রতিবেশী বনু উমাইয়া ইবনে যাইদের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত ছিলো। আমরা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পালাক্রমে যাতায়াত করতাম। একদিন তিনি আসতেন এবং আরেক দিন আমি আসতাম। যেদিন আমি আসতাম, সেদিনের ওহী ও অন্যান্য খবর তার কাছে পৌঁছে দিতাম আর যেদিন তিনি আসতেন সেদিনের খবর সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। একদিন আমার আনসার বন্ধু তার পালার দিন আমার দরজায় এসে খুব জোরে আঘাত করেন এবং বলেন, তিনি (উমার) কি এখানে (ঘরে) আছেন? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তার নিকট ছুটে আসলাম। তিনি বললেন, একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। উমার রা. বলেন, আমি হাফসার ঘরে প্রবেশ করে দেখি সে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বললো, আমি জানি না। অতঃপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বলেন, না। তখন আমি বললাম, আল্লাহু আকবার (Al-Bukhārī 1421H, 89)।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে التَّنَاوُبِ فِى الْعِلْمِ (পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন) নামে একটি শিরোনাম রচনা করেছেন। এ হাদীস ও শিরোনাম দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়।

(ঙ) শিক্ষার্থীর সুবিধা বিবেচনায় রেখে সময়-নির্বাচন পূর্বক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ছুটির দিনে টিউটোরিয়াল সার্ভিস প্রদান করা হয়। সময় বের করে পড়ালেখা করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়। এ পদ্ধতির লক্ষ হচ্ছে,শিক্ষার্থী যাতে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে। এ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পড়ালেখা করার

পদ্ধতি মহানবী ﷺ-এর সাহাবীদের জীবনে লক্ষ করা যায়। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

আমাদের বিরক্তির কথা চিন্তা করে নবী ﷺ দিনগুলোতে উপদেশদানের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতেন (Al-Bukhārī1421H, 68) ।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আবূ ওয়াইল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِى كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ أَنِّى أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّى أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا-

আবদুল্লাহ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকজনের উদ্দেশে উপদেশ দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি চাই যে, আপনি আমাদের উদ্দেশে প্রতিদিন উপদেশ দিবেন। তিনি বলেন, শোনো! এ কাজে আমাকে যা বিরত রাখে তা হলো,আমি তোমাদের বিরক্ত করা পছন্দ করি না। আমি তোমাদেরকে উপদেশদানের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখি যেমন নবী ﷺ বিরক্ত হওয়ার আশংকায় আমাদের প্রতি লক্ষ রাখতেন (Al-Bukhārī 1421H, 70)।

উপরোক্ত হাদীসগুলো গবেষণা করে ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'মহানবী ﷺ উপদেশ ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে লোকদের প্রতি লক্ষ রাখতেন যাতে তারা বিরক্ত না হয়'। তিনি আরো বলেন, مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً 'যিনি (শিক্ষক) শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য দিন ধার্য করেন' (Al-Bukhārī 1421, 8)।

(চ) নারী শিক্ষার সুযোগ প্রদানে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন কারণে নারীরা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা যে কোনো স্থানে অবস্থান করে এবং সাংসারিক কাজ আঞ্জাম দিয়ে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। মহানবী ﷺ-ও নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, আতা বলেন,

أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِى طَرَفِ ثَوْبِهِ .

আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন। তখন তাঁর সাথে বিলাল রা. ছিলেন। তিনি মনে করেছেন যে, তিনি নারীদের শোনাতে পারেননি। তাই তিনি তাদের উপদেশ দেন এবং দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেন। তখন নারীরা তাদের কানের দুল ও হাতের আংটি নিক্ষেপ করতে থাকে আর বিলাল রা. সেগুলো কাপড়ের আঁচলে রাখতে থাকেন (Al-Bukhārī 1421H, 98) ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন,হাদীসে উল্লেখিত (খারাজা) এর অর্থ হলো, তিনি পুরুষদের সারি ভেদ করে নারীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি আরো বলেন, এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর রাখার।

মহানবী ﷺ-এর এই হাদীসকে গবেষণা করে ইমাম বুখারী রহ. একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ 'ইমাম (শিক্ষক) কর্তৃক নারীদের উপদেশ ও শিক্ষাদান করা' (Al 'Ainī 1419 H, 1/278) ।

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সমাজ পরিচালকদের দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, মহানবী ﷺ নারীদের শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সপ্তাহে একটি দিন ধার্য করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহুল বুখারী গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِى الْعِلْمِ (মহিলাদের শিক্ষা অর্জনের জন্য স্বতন্ত্র একটি দিন ধার্য করা যাবে কি?) (Al-Bukhārī 1421, 11) । এ কথার সমর্থনে ইমাম বুখারী রহ. একটি হাদীস উল্লেখ করেন, আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ . فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ .

নারীরা নবী ﷺ-কে বললো, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন। তিনি তাদেরকে একটি বিশেষ দিনের প্রতিশ্রুতি দেন। সেদিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাদের ওয়ায-নসীহত করেন এবং বিশেষ নির্দেশনা দেন। তিনি তাদেরকে যা বলেছিলেন তন্মধ্যে এ কথাও ছিলো যে, তোমাদের মধ্যকার যে নারী তিনটি সন্তান অগ্রিম পাঠাবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আড়াল হবে। তখন একজন মহিলা বলেন, দুটি পাঠালে? তিনি বলেন, দুটি পাঠালেও (Al-Bukhārī1421H, 101) ।

মহানবী ﷺ-এর এসব কার্যক্রম প্রমাণ করে যে, তিনি নারীশিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আর উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে,নারী সমাজকে শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসা। এর ফলে নারী সমাজের মাঝে শিক্ষার প্রতি ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে এবং তারা প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ে জেনে নেয়ার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য যে, তারা জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে কোনো ধরনের সংকোচ প্রশ্রয় দিতেন না। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আয়িশা রা. বলেন,

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ .

আনসার মহিলারা কতই না উত্তম মহিলা! দীনের জ্ঞান অর্জনে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না (Al-Bukhārī1421H)।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِىُّ - ﷺ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ . فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ - تَعْنِى وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

উম্মে সুলাইম রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে সে কি গোসল করবে? নবী ﷺ বলেন, সে পানি দেখতে পেলে। তখন উম্মে সালামা রা. লজ্জায় তার মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ; তোমার ডান হাত ধূলোমলিন হোক। নতুবা তার সন্তান তার অনুরূপ হয় কীভাবে? (Al-Bukhārī 1421H,130)।

শিক্ষায় নারী সমাজের পারদর্শিতা ছিলো বিস্ময়কর। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. সম্পর্কে বিশিষ্ট তাবিঈ আবূ সালামা রাহ. বলেন,

ما رايت أحدا أعلم بسنن رسول الله ﷺ ولا أفقه في رأى ان احتيج إلى رأيه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة ﷺ-

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ'র জ্ঞান, প্রয়োজনে সিদ্ধান্তদান, কুরআনের আয়াতের শানে নুযূল এবং ফরয বিষয়সমূহে আয়িশা রা. অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও সুচিন্তিত মতামত দানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। (Ibn Sa`ad 1990, 2/ 286) ।

ইবনু শিহাব আয-যুহরী রাহ. বলেন,

كانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ

আয়িশা রা. মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন (Ibid) ।

(ছ) সহজ ভাষায় লিখিত পাঠসামগ্রী

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ-সরল,সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠসামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা অতি সহজে তার পাঠ উদ্ধারে সক্ষম হয়। এই পাঠসামগ্রী শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সরাসরি সংযোগ না থাকলেও পাঠ উদ্ধারে তাদের তেমন বেগ পেতে হয় না। স্বয়ং মহান আল্লাহ চান সহজতা, কাঠিন্য চান না। তিনি বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না (Al-Qurān, 2 : 185)।

হাদীসে উল্লেখ আছে, আনাস রা. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا-

তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং সুসংবাদ দাও, বিরক্ত করো না (Al-Bukhārī 1421H,130) ।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে 'সহজতা' অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সহজতা উপস্থাপন, ভাষা প্রয়োগ, শব্দচয়ন, সময় নির্ধারণসহ শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কাজ ও উপকরণ সামগ্রী ব্যবহারে শিক্ষার্থী-বান্ধব হতে হবে। কেনোভাবে পাঠসামগ্রী এমন হবে না, যাতে তা ধারণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। এক কথায় যা জটিলতা

সৃষ্টি করে এবং যা মানুষকে কষ্ট দেয় নবী ﷺ তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. কে বলতে শুনেছি,

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ.

মু'আয ইবনে জাবাল রা. সালাত আদায় করে ফিরে এসে নিজ গোত্রের লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন। একবার তিনি ইশার সালাতে সূরা আল-বাকারা পাঠ করেন। তখন এক ব্যক্তি (সালাত ছেড়ে) বেরিয়ে আসে। এর ফলে মু'আয রা. দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তিনবার বলেন, তুমি বড়ো ফিতনা সৃষ্টিকারী এবং তিনি তাকে আওসাতে মুফাস্সাল (সূরা আল-বুরূজ থেকে আল-বাইয়িনা) থেকে দুটি সূরা পড়ার নির্দেশ দেন (Al-Bukhārī,1421H,701)।

(জ) পত্রযোগে শিক্ষা বিস্তার ঘটানো উন্মুক্ত দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টানেট, রেডিও-টিভি, অডিও-ভিডিও, টেলিকনফারেন্সিং, মুদ্রিত পাঠসামগ্রী ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। এটাই মূলত উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্য। মহানবী ﷺ শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও এলাকায় চিঠি-পত্র পাঠাতেন। হাদীসের পরিভাষায় একে আল-মুকাতাবা- চিঠি-পত্র আদান-প্রদান (Letter correspondence) বলা হয়। ইমাম বুখারী রহ. সহীহ আল-বুখারীতে একটি শিরোনাম স্থাপন করেছেন এভাবে- كِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ "আলিমদের (শিক্ষক) শিক্ষা বিষয়ক কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ" (Al-Bukhārī 1421, 8)। অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ রহ. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. তাকে জানিয়েছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ . فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর পত্রসহ পাঠালেন এবং তা বাহরাইনের শাসনকর্তাকে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রটি পারস্য সম্রাটকে দিলো। সে তা পড়লো এবং তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন, নবী ﷺ তাদেরকে বদ-দু'আ করেছেন যেনো তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয় (Al-Bukhārī 1421H, 64) ।

সাহাবীগণের মাঝেও শিক্ষা বিষয়ক কথা লিখে রাখার নজির পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, আবূ জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

আমি আলী রা. কে বললাম: আপনার কাছে লিখিত কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আর সেই বুদ্ধি-বিবেক যা একজন মুসলিমকে দেয়া হয় অথবা এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যা রয়েছে। আমি বললাম, এই পুস্তিকায় কী লিখিত আছে? তিনি বলেন, দীয়াত ও বন্দি মুক্তির বিষয় রয়েছে, আরো রয়েছে কাফির হত্যার বদলে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না (Al-Bukhārī 1421H, 111)।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ .

নবী ﷺ একটি পত্র লিখেন বা লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাঁকে বলা হলো, তারা (ইরান ও রোমক সম্রাটগণ) সিলমোহর বিহীন কোনো চিঠি-পত্র পড়ে না। তারপর তিনি রুপার একটি আংটি তৈরি করেন, যাতে অংকিত ছিলো 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (محمد رسول الله)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেনো সেই আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি' (Al-Bukhārī, 1421H,65)।

মহানবী ﷺ-এর এ চিঠিতে সত্য গ্রহণ বিষয়ক শিক্ষামূলক বক্তব্য ছিলো।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوا لِى هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র কায়সারের নিকট প্রেরণ করেন এবং দিহ্য়াহ কালবীকে পত্রসহ তার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেনো তা বসরার প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করেন এবং সে যেনো তা রোমক সম্রাটের নিকট পৌঁছে দেয়। কায়সারকে যেহেতু আল্লাহ পারসিকদের ওপর বিজয় দান করেছিলেন সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য হিমস থেকে জেরুসালেমে গমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র কায়সারের নিকট পৌঁছলে তিনি তা পাঠ করে বলেন, তার স্বগোত্রীয় কিছু লোক খুঁজে আমার নিকট নিয়ে এসো। আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে তার নিকট কিছু প্রশ্ন করবো... (Al-Bukhārī 1421H, 2940)।

মহানবী ﷺ-এর চিঠি প্রেরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিক্ষাবিস্তারে চিঠি পাঠাতেন। সেই যুগে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির অস্তিত্ব না থাকলেও মহানবী ﷺ প্রদত্ত শিক্ষাকার্যক্রমের সাথে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির চমৎকার মিল রয়েছে।

(ঝ) পাঠসামগ্রী প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পাঠসামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল। পাঠসামগ্রী বলতে মূলত দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে মুদ্রিত বই, শিক্ষার্থী নির্দেশিকা, টিউটর নির্দেশিকা, স্টাডি গাইড ইত্যাদি বোঝায়। এগুলোই মূলত উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির পাঠকার্যক্রমের অপরিহার্য উপকরণ। মহানবী ﷺ-এর যুগেও শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়ার নিয়ম ছিলো। ইমাম বুখারী রহ. হাদীস গবেষণা করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে- مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ (বই প্রেরণ পূর্বক শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গ)। অর্থাৎ শিক্ষক তার রচিত বই শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়ে বলবে, এটি আমার রচিত বই। তুমি এটি পড়বে এবং পঠিত বিষয় অন্যের নিকট বর্ণনা করবে। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. দলীল পেশ করেছেন, আনাস রা. বলেন,

نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ .

উসমান রা. মুসহাফের (কুরআনের) অনেকগুলো কপি করেন। অতঃপর তিনি তা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। আবূ হাতিম বলেন,উসমান রা. কুরআনের সাতটি কপি লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সেগুলো তিনি মক্কা, সিরিয়া, ইয়ামান, বাহরাইন, বসরা, কূফা ও মদীনায় প্রেরণ করেন (Al-Bukhārī 1421, 8)।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা-১৭ (রাষ্ট্র) এর উপধারা (গ)-এ বলা হয়েছে, 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন' (The Constitution of Peoples Republic of bangladesh, October, 2011, P. 5)।

এর দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষাকে সহজলভ্য করা এবং তা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। এর ফলে একদিকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে এবং তারা জনসম্পদে পরিণত হবে।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, এক সময় মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল, শিক্ষাকে সহজলভ্য ও নৈতিক শিক্ষার ধারণা গ্রহণ করার কারণেই। সুতরাং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির সাথে নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলে বিশ্বময় পুনরায় নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষের আধিক্য ঘটবে এবং সংঘাতময় পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি ফিরে আসবে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষে মহানবী ﷺ বাণী প্রদান করে গেছেন।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার একটি সর্বাধুনিক প্লাটফরম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন অনেক অর্জন আছে, তদ্রূপ আছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কিছু হতাশাও। সুতরাং নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো আমলে নিলে আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাবমর্যাদা

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহিঃর্বিশ্বেও বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার্থীরাও সর্বপ্রকার ভোগান্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

(ক) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর শিক্ষার্থীবান্ধব করে গড়ে তোলা।

(খ) একাডেমিক ক্যালেণ্ডার প্রণয়ন ও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

(গ) শিক্ষার্থী ভর্তি, ফরম ফিলাপ, প্রদেয় ফিসমূহ জমাদানের কার্যক্রম সহজ করা।

(ঘ) ২৪ ঘণ্টা হেল্প লাইনের সেবা উন্মুক্ত রাখা।

(ঙ) যথাসময়ে ভর্তি কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

(চ) ক্লাস শুরুর দিন যাতে শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(ছ) শিক্ষার্থী ভর্তির পরপর আইডি কার্ড সরবরাহ করা।

(জ) ক্লাস মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা।

(ঝ) শিক্ষকগণের ক্লাস গ্রহণের বিষয়টি তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(ঞ) যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা।

(ট) পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনধিক ০২মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা।

(ঠ) জরুরি ফি প্রদান সাপেক্ষে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

(ড) উপরোক্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে স্কুল, এসএসএস ও পরীক্ষা বিভাগের দুই মাস অন্তর সমন্বয় সভায় মিলিত হওয়া।

উপসংহার

কুরআনের প্রথম বাণী 'ইকরা' (পড়ো, জ্ঞান অর্জন করো)। এটি মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ। মুসলিম উম্মাহ এ নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এক সময় বিশ্বময় জ্ঞানের রাজ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বলতে দ্বিধা নেই,বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতি একটি পশ্চাৎপদ ও আত্মবিস্তৃত জাতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল ধারার শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং উক্ত শিক্ষার সাথে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। মহানবী ﷺ-এর যুগে অনুসৃত শিক্ষা উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা নামে পরিচিত না থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, চিঠিপত্র প্রেরণ ও পাঠসামগ্রী প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম মহানবী ﷺ-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামগ্রিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতিকে যদি জনপ্রিয় করে তোলা যায় তাহলে মহানবী ﷺ এর বাণী–'তোমরা একটি বাণী হলেও আমার নিকট থেকে পৌঁছে দাও'-এর প্রতিফলন ঘটানো অধিকতর সহজ হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুপারিশসমূহ যদি ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহিঃর্বিশ্বেও জ্ঞানের আলো বিতরণে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

Bibliography

AL Qurān Al Karīm

Al-'Ainī , Badr Al dīn, 1419 H. '*Umdat al Qārī* . Delhi : Maktaba Rashidia. , 1/278.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn I'smā'īl, 1421H, *Al Jāmi' Al Musnad Al Ṣaḥīḥ*. Riyāḍ :Dār Al Salām

Bangladesh Open University Act-1992, ammended-2009, p. 8617-8618), Bangladesh Gegate, 21, October, 1992.

Bangladesh Open University, Editores,Students Guide, BA/BSS (2002) PPD Division, Gazipur.

Bangladesh Open University, Editores,Students Guide, CALP (1997) PPD Division, Gazipur.

BOU ACT, 1992, ammended-2009

Ibn Mājah, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Yazīd, 1421H. *Sunan Ibn Majah*. Riyāḍ: Dār Al Salām.

Ibn Sa'ad, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Sa'ad, 1990. *Al Ṭabqāt al Kubrā* . Bairūt: Dār al kutub al 'ilmiyya

International Center For Acadmics, 2022

Islam, M. Aminul, 2003. *Unmukto o Durshikhon: Tatto o Charcha*. Dhaka: Mowla Brothers.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?=list of open universities&oldid=1104072418"12 August 2022.

Sahoo, Dr. P.K. , 1994. *Open Learing System*. New Delhi: Uppal Publishing House.